গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

নং-৪১.০১.২৬০০.০০০.২৮.৩৩৭.১৫ ১৭০২ তারিখ ঃ ২৫/১০/১৫

বিষয় ঃ নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার স্মারক নং-সা/০৫/-২০০৪ (রাজ-২)/৮৮৪ তাং-২০/১২/২০১১ খ্রিঃ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। ১৯৬১ সনের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন অধ্যাদেশ মোতাবেক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধন প্রদান করে থাকেন। সূত্রে বর্ণিত পত্রের মাধ্যমে জানা গেছে যে, অনেক প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণের নামে নিবন্ধন নিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মূলতঃ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পক্ষে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, উদঘাটন ও নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়।

অত্র কার্যালয়ে **"বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক"**, বাড়ী-৩৬ (ফ্ল্যাট-ই-১), রোড-১৮, ব্লক-জে, বনানী, ঢাকা। এই ঠিকানায় একটি সংগঠন নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করেছে। এ সংস্থাটি নিবন্ধনের পূর্বে আপনার দফতর থেকে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত সংস্থার নিবন্ধন জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে কি না, এর সাথে সম্পৃক্ত সদস্যগনের দ্বারা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, এ বিষয়গুলো যাচাই করে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নিতে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

গঠনতন্ত্র সংযক্তঃ-

মহাপরিচালক
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

(মোঃ মাজহারুল ইসলাম)
উপপরিচালক
ও
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

বিতরণ ঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে)।

০১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর
ডাক গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
প্রাপ্তি স্বীকার ১৭৮৪
তাং ২৬/১১/১৫
সময়

‘‘বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক’’

(বিএনএলএন)

গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্র

ধারা-১ঃ সংস্থার নাম ঃ "বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক" (বিএনএলএন)

ধারা ২ঃ সংস্থার ঠিকানা ঃ বাড়ী-৩৬, (ফ্ল্যাট-ই-১), রোড-১৮, ব্লক-জে, বনানী, ঢাকা।

ধারা-৩ঃ সংস্থার কার্যএলাকা ঃ
বর্তমানে ঢাকা জেলা ব্যাপী।পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

ধারা-৪ ঃ সংস্থার ধরণঃ
সংস্থা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ, মানবাধিকার, নার্স নেতৃবর্গ এবং নেতৃত্ব দানে প্রতিশ্রুতিশীল পেশাজীবীদের একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন "বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক (বিএনএলএন)"। এ নেটওয়ার্ক শিক্ষা, তথ্য বিনিময়, এ্যাডভোকেসি, মেনটরশিপ এবং পেশাগত ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর করার লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে। এটি একটি উন্নয়ন গবেষনামূলক সংস্থা, এক বা একাধিক বিষয়ের বা বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে সমাজকল্যাণমূলক ও মানবহিতৈষী সংস্থা।

ধারা-৫ ঃ সংস্থার বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ বিএনএলএন সে সকল নার্সদের ঐক্যবদ্ধ করে যারা তাদের নিজস্ব নেতৃত্বের জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণগত উন্নয়ন সাধন এবং পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদের পেশাদারিত্বকে টেকসই ও সমুন্নত করতে চায়।

উদ্দেশ্যঃ-

- সভা ও কনফারেন্স এবং নেটওয়ার্কের বার্ষিক সভা আয়োজন করা;
- নার্সিং সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট ইস্যু/বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ, পরিবীক্ষণ,পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যের আদান-প্রদান;
- পেশাগত মানোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য-সেবা খাতে পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখা এবং এ্যাডভোকেসি করা;
- নার্সিং নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান;
- নার্সিং নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি ওয়েব-বেইজড তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা করা এবং বহির্বিশ্বের ইলেক্ট্রনিক তথ্যভান্ডারগুলোর সাথে সংযুক্ত করা;
- বিশেষজ্ঞ নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;
- ওয়েব সাইট ও সভা আয়োজনের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান সহজতর করা; এবং

সভাপতি
নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ধারা-৫.১। নার্সিং শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

ধারা-৫.২। দেশের মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সহায়তা প্রদান করা।

ধারা-৫.৩। মরণব্যাধি এইচ.আই.ভি/ এইড্স এর ভয়াবহতা প্রতিরোধসহ নারীর ক্ষমতায়নে গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ধারা-৫.৪। দেশের নার্সদের সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিত করা। সম্ভাবনা বাস্তবায়ন ও চিহ্নিত সমস্যগুলো দূরীকরণে কর্মশালা, সেমিনার ও সফর কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে সরকারের নজরে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখা। নার্সদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।

ধারা-৫.৫। প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানবিক সেবাদান ,পুনর্বাসন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা।

ধারা-৫.৬। মেধাবী এতিম ও গরীব নার্স ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা উপকরণ সহ আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করা।

ধারা-৫.৭। দক্ষতা বৃদ্ধি, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ধারা-৫.৮। বেকার নার্সদের কর্ম সংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ধারা-৫.৯। দেশের নার্সিং পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল ও পুস্তকের সমাহারে লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা-৫.১০। নেটওয়ার্কের কার্যক্রমের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থার সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন। গবেষণা, সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ধারা-৬ ঃ সদস্যপদ ঃ

ধারা-৬. (ক) **সদস্য পদের যোগ্যতা ঃ**

প্রাপ্ত বয়স্ক ১৮ বছরের উর্দ্ধে, মানসিক ভাবে সুস্থ্য নার্সিং পেশায় নিয়োজিত (বিশেষত ঃ এল.এফ.সি.গ্রাজুয়েট ও এন.এল.পি.এন) সৎ এবং দক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক, যারা সংস্থার গঠনতন্ত্র মেনে চলতে সম্মত আছেন এমন ব্যক্তি এ সংস্থার সাধারণ সদস্য পদের জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবেন।

ধারা-৬. (খ) **সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ**

ধারা-৬.খ.১) সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে ৪০০/-(চারশত) টাকা ভর্তি ফি সহ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

ধারা-৬.খ.২) কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্যপদের আবেদন পত্র মঞ্জুর/খারিজ হবে।

ধারা-৬.খ.৩) বার্ষিক চাঁদা ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

ধারা-৬.খ.৪) সাধারণ সম্পাদক জমাকৃত আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন এবং অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

ধারা-৭ ঃ **সদস্যপদের ধরণ ঃ**

এই সংস্থায় নিম্নরূপ ৪(চার) ধরণের সদস্য থাকবে ঃ

ধারা-৭. ১) **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য**

যাদের উদ্যোগে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। সাধারণ সদস্যদের ন্যায় তারা বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। তাদের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা থাকবে।

ধারা-৭. ২) **সাধারণ সদস্য**

সংস্থার সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন সদস্য এবং ধারা-৬ মোতাবেক সকল সদস্যই সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। সাধারণ সদস্যদের ভোটাধিকার এবং সংস্থার যে কোন বিষয়ে জানার অধিকার থাকবে। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

ধারা-৭. ৩) **পৃষ্ঠপোষক সদস্য**

সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যিনি আর্থিকভাবে কিংবা পরামর্শ প্রদানপূর্বক অবদান রাখবেন, কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাকে সন্মানিত পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। তবে তার ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না।

ধারা-৭. ৪) **আজীবন সদস্য**

সংস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হয়ে কেউ এককালীন ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কিংবা সমপরিমাণ সম্পদ দান করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাকে আজীবন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। তিনি ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার লাভ করবেন। তাকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

ধারা-৮ ঃ সদস্যপদ বাতিলের নিয়মাবলী ঃ

নিম্নেবর্ণিত কারণে একজন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হতে পারেঃ-

ধারা-৮. ক) একাধারে ০২ (দুই) বছর চাঁদা পরিশোধ না করলে।
ধারা-৮. খ) পরপর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকলে।
ধারা-৮. গ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।
ধারা-৮. ঘ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।
ধারা-৮. ঙ) পাগল কিংবা দেউলিয়া সাব্যস্থ হলে।
ধারা-৮. চ) গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত হলে।
ধারা-৮. ছ) সমাজবিরোধী কোনো কাজে অংশগ্রহণ করলে।
ধারা-৮. জ) সংস্থা থেকে বেতন, ভাতা, সম্মানী বা কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করলে।

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

ধারা-৮. ঝ) রাস্ট্র বিরোধী কোনো কাজে অংশগ্রহণ করলে।
ধারা-৮. ঞ) মৃত্যুবরণ করলে।

ধারা-৯ ঃ সদস্যপদ পুনঃলাভের পদ্ধতি ঃ

সদস্যপদ হারানোর পর উপযুক্ত জবাব লিখিত ভাবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর কাছে পেশ করতে হবে। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ঐ জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন। সভায় ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য তা অনুমোদন করলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্যপদ লাভ করা যাবে।

ধারা-১০ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হবে তিনটি-যথা ঃ

ধারা-১০.১। সাধারণ পরিষদঃ-সংস্থার সাধারণ সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এপরিষদের সদস্য সংখ্যার কোনো উর্দ্ধসীমা থাকবে না।

ধারা-১০.২। কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভা/ নির্বাচনী সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নোক্ত ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে নির্বাচনের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর।

০১। সভাপতি-	১ জন।
০২। সহ-সভাপতি-	১ জন।
০৩। সাধারণ সম্পাদক-	১ জন।
০৪। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	১ জন।
০৫। অর্থ সম্পাদক	১ জন।
০৬। নির্বাহী সদস্য	৬ জন।
	মোট - ১১ জন।

ধারা-১০.৩। উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে, যার মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। বিশিষ্ট সমাজকর্মী, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সংস্থার শুভাকাঙ্খীর সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদের সদস্য থাকবে ০৫ (পাঁচ) জন, তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

ধারা-১১ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা-দায়িত্ব ঃ
ধারা-১১.ক) সংস্থার সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবে।
ধারা-১১.খ) সংস্থার বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।
ধারা-১১.গ) সংস্থার নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করবে।
ধারা-১১.ঘ) সংস্থার গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

ধারা-১১.ঙ) সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোনো প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হলে ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের অনুমোদনক্রমে তা সংশোধন করবে।

ধারা-১১.চ) সংস্থার বিলোপ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যদের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা-১১.ছ) সংস্থার দুর্যোগ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১১.জ) সংস্থার আর্থিক নিয়মনীতি ও চাকুরীবিধি অনুমোদন করবে।

ধারা-১১.ঝ) তলবী সভা আহ্বানপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে।

ধারা-১১.ঞ) সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও অনুমোদন করবে।

ধারা-১২ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করা। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা। দৈনন্দিন খরচ অনুমোদন করা। বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা। অনুমোদিত হিসাবনিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা। সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা। সকল কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করা। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করা। সংস্থার নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা। সংস্থার জনবল নিয়োগের বিষয়ে চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন ও সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা। বিশেষ কার্য সম্পাদনে উপ-কমিটি গঠন করা। সভা করার দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করা। সংস্থার সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার ও ক্যাশ বই সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা। সংস্থার সকল প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং ধারা-৮ অনুযায়ী কোনো সদস্যদের সদস্যপদ বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা-১৩ঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

<u>সভাপতি-</u>

ক) সংস্থার সভাপতি সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

গ) কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সমানসংখ্যক ভোট পড়ে তবে কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যার মিমাংসা করবেন।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের খরচের অনুমোদন দিবেন।

সহ-সভাপতিঃ- সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি, সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

<u>সাধারণ সম্পাদকঃ-</u>

ক) অবৈতনিক নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্য সূচি নির্ধারণ পূর্বক সভার নোটিশ প্রদান করবেন।

গ) সংস্থার পক্ষে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন।

ঘ) সংস্থার পক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি ও দাতা সংস্থা সমূহের সাথে

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

ঙ) সংস্থার সকল সম্পদের দেখাশুনা ও প্রয়োজনে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবেন।

চ) অর্থ সম্পাদকের মাধ্যমে সংস্থার আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ছ) বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার কাজের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন।

জ) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন পরিষদের কাজের তদারকি করবেন।

ঞ) সংস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ- সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (সাধারণ সম্পাদকের) সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অর্থ সম্পাদকঃ-

ক) সংস্থার সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) আয়-ব্যয় হিসাব ক্যাশ বইতে উঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

গ) সংস্থার খরচ, বিলের ভাউচার ও সদস্যদের চাঁদার হিসাবসহ সকল প্রকার আর্থিক হিসাবপত্র সংরক্ষণে ব্যবস্থা করবেন।

ঘ) সংস্থার মাসিক ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট করানোর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করবেন।

ঙ) ব্যাংকে টাকা জমাদান এবং ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন।

নির্বাহী সদস্য ঃ- নির্বাহী কমিটির নির্ধারিত কাজ ও কমিটিকে সকল কাজে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা-১৪ঃ সংস্থার শাখাঃ সংস্থার কোন শাখা অফিস থাকবে না।

ধারা-১৫ঃ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

ধারা-১৫.১) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভার মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে।

ধারা-১৫.২) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তালিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবে।

ধারা-১৫.৩) কাযনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না এমন সদস্য অথবা সংস্থার সদস্য নন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের সদস্য হবেন।

ধারা-১৫.৪) নির্বাচন কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

ধারা-১৫.৫) দুই প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

ধারা-১৫.৬) বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

ধারা-১৫.৭) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-১৬ঃ সভাসমূহ ঃ

ধারা-১৬.ক) সাধারণ পরিষদের সভা ঃ সাধারণ সভা প্রতি বছর ০২(দুই)টি অথবা প্রতি ছয় মাস পর পর অনুষ্ঠিত হবে। ১৫(পনের) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-১৬.খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ
কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৬(ছয়)টি করতে হবে তবে সভা বেশী হতে পারে। ৭(সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার কোরাম পূর্ণ হবে মোট সদসদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে।

ধারা-১৬.গ) জরুরী সভাঃ সাধারণ সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে এবং কার্যকরী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

ধারা-১৬.ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ
যে কোনো বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-১৬.ঙ) তলবী সভা ঃ

১। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা কর্মসূচীর (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর কাছে জমা দিতে পারবেন।

২। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১(একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ পরবর্তী মাসে ১৫(পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা সংস্থার অফিসে ডাকতে হবে। সভার কর্মসূচীর (এজেন্ডা) ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-১৬.চ) মূলতবী সভা ঃ

১। সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) মিনিট বিলম্বে সভা করা যাবে অন্যথায় সভা স্থগিত করতে হবে।

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

২। সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভা কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাঁদের মতামত/ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

ধারা-১৭ ঃ শূন্য পদ পূরণ ঃ

সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ অবশ্যই পূরণ/কো-অপ্ট করা হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর তা কার্যকরী হবে।

ধারা-১৮ ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

ধারা-১৮.ক) সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান, দানশীল ব্যক্তিদের দান, সরকারি/বেসরকারি, দেশী/বিদেশী দাতা সংস্থা, ব্যক্তির অনুদান বা ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য উৎসের আয়ই সংস্থার আয় বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৮.খ) সংস্থার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যেকোনো ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

ধারা-১৮.গ) উক্ত সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবটি সংস্থার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে সভাপতির সাথে সাধারণ সম্পাদক অথবা অর্থ সম্পাদকের যে কোনো একজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

ধারা-১৮.ঘ) সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোনো অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

ধারা-১৮.ঙ) সংস্থার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাযথ ভাউচারের মাধ্যমে দৈনিক ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন।

ধারা-১৮.চ) অর্থ খরচের পর খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ ও অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা-১৯ ঃ অডিট ঃ

সংস্থার সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভূক্ত যেকোনো অডিট ফার্ম বা সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা যাবে। এ ধরনের হিসাবনিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা-২০ ঃ বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক ঃ

সংস্থা বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোনেশন অধ্যাদেশের বিধি বিধান অনুসরণ করবে। বৈদেশিক সাহায্য/ অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থা সরকারের যেকোনো একটি সিডিউল ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবে।

ধারা-২১ ঃ তহবিল বৃদ্ধি ঃ

সভাপতি
...দেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সংস্থার তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোনো প্রকল্প/কর্মসূচি/অনুষ্ঠান নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিচালনা করা যাবে এবং গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি/অনুষ্ঠান শেষে আয় ও ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ধারা-২২ ঃ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ঃ

সংস্থার কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা চাকুরীর শর্তাবলী ও চাকুরী হতে বরখাস্তের বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-২৩ ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি ঃ

গঠনতন্ত্রের যেকোনো বিষয়ের ওপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচেছদের উপর সংস্থারমোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহণের পর তা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২৪ ঃ আইনও বিধির প্রাধান্য ঃ

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংস্থাটি ১৯৬১ সনের ৪৬নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হবে।

ধারা-২৫ ঃ সংস্থার বিলুপ্তি ঃ

যদি কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে সংস্থার মোট সদস্যের ৩/৫ (পাঁচ ভাগের তিন ভাগ) সদস্য সংস্থার বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের পর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিলুপ্তিকালে সংস্থার কোনো দায়-দেনা থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ নার্সিং লিডারশীপ নেটওয়ার্ক
(বি.এন.এল.এন)